রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন

১৭ অক্টোবর, ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শেরপুরে গণধর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন, মামলাটির দ্রুত বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্ত (ভিকটিম) ও সাক্ষী সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের জোরালো দাবী জানাচ্ছে রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন

বিভিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায়, গত ১০ অক্টোবর ২০২১, রোববার শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার পলাশিকুরি গ্রামে ৪০ বছর বয়সী মা ও তার ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া কন্যা শিশু স্থানীয় দুর্বৃত্তদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঘটনার দিনই ক্ষতিগ্রস্ত মা বাদী হয়ে আট (৮) জনকে অভিযুক্ত করে স্থানীয় নালিতাবাড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

বর্তমানে ধর্ষণ অপরাধে অভিযুক্তরা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য ভিকটিমদের পরিবারকে প্রতিনিয়ত ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদান করছেন। ভিকটিমদের পরিবার জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তরা মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে আদালতের বাহিরে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ঘটনাটি মীমাংসা করে নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ ইতোঃমধ্যে ২জনকে গ্রেফতার করেছেন। মূল অভিযুক্ত সহ বাকি ০৬ অভিযুক্ত এখনো পলাতক অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে ভিকটিমদের পুরো পরিবার ঘটনার ভয়াবহতায় মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ও অভিযুক্তদের হুমকিতে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

আমাদের দেশে বর্তমানে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (ভিকটিম) ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার যথাযথ কোন বিধান না থাকায় একদিকে যেমন বিচারপ্রার্থী জনগণ ন্যায়বিচার প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছেন; তেমনি অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না।
উল্লেখ্য যে, গত বছর সারা দেশব্যপী ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন এর উত্থাপিত ১০ দফা দাবীর মধ্যে একটি অন্যতম দাবী ছিল ক্ষতিগ্রস্ত (ভিকটিম) ও সাক্ষী সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন।

শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার পলাশিকুরি গ্রামে গণধর্ষণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার ও যথাযথ শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানাচ্ছে রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন। একইসাথে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (ভিকটিম) ও সাক্ষী সুরক্ষা আইনটি দ্রুত প্রণয়ন ও কার্যকর করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি কোয়ালিশনের পক্ষ হতে জোরালো আবেদন জানানো যাচ্ছে।

রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন এর সচিবালয়ের পক্ষে

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন ১৭ টি সংগঠন এর সমন্বয়ে গঠিত একটি কোয়ালিশন যার মধ্যে রয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আইসিডিডিআর,বি, উইক্যান, উইমেন ফর উইমেন, একশন এইড, এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন, ওয়াইডব্লিওসিএ, কেয়ার বাংলাদেশ, জাস্টিস ফর অল নাও (জানো), বাংলাদেশ, ডব্লিওডিডিএফ, নারীপক্ষ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ব্র্যাক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।